অধ্যায় ০৪

আমাদের ইতিহাস

আলোচ্য বিষয়

▶ ভাষা আন্দোলন ▶ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ▶ আমাদের স্বাধীনতা দিবস ▶ আমাদের বিজয় দিবস।

অধ্যায়ের মূলকথা

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথম থেকে পাকিস্তান সরকার এদেশের মানুষের সাথে নানা ধরনের অন্যায় করে আসছিল। এদেশের মানুষের ওপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল বলে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে ১৯৪৮ সালে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে এবং পুলিশ মিছিলে গুলি চালায়। এতে শহিদ হন সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ আরও অনেকে। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা এবং উর্দু উভয় ভাষাকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৯৯ সাল থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এই ভাষা আন্দোলনই বাঙালিদের মনে স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত করে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। অতঃপর ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সেই থেকে ২৬শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের পর ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। তাই ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস।

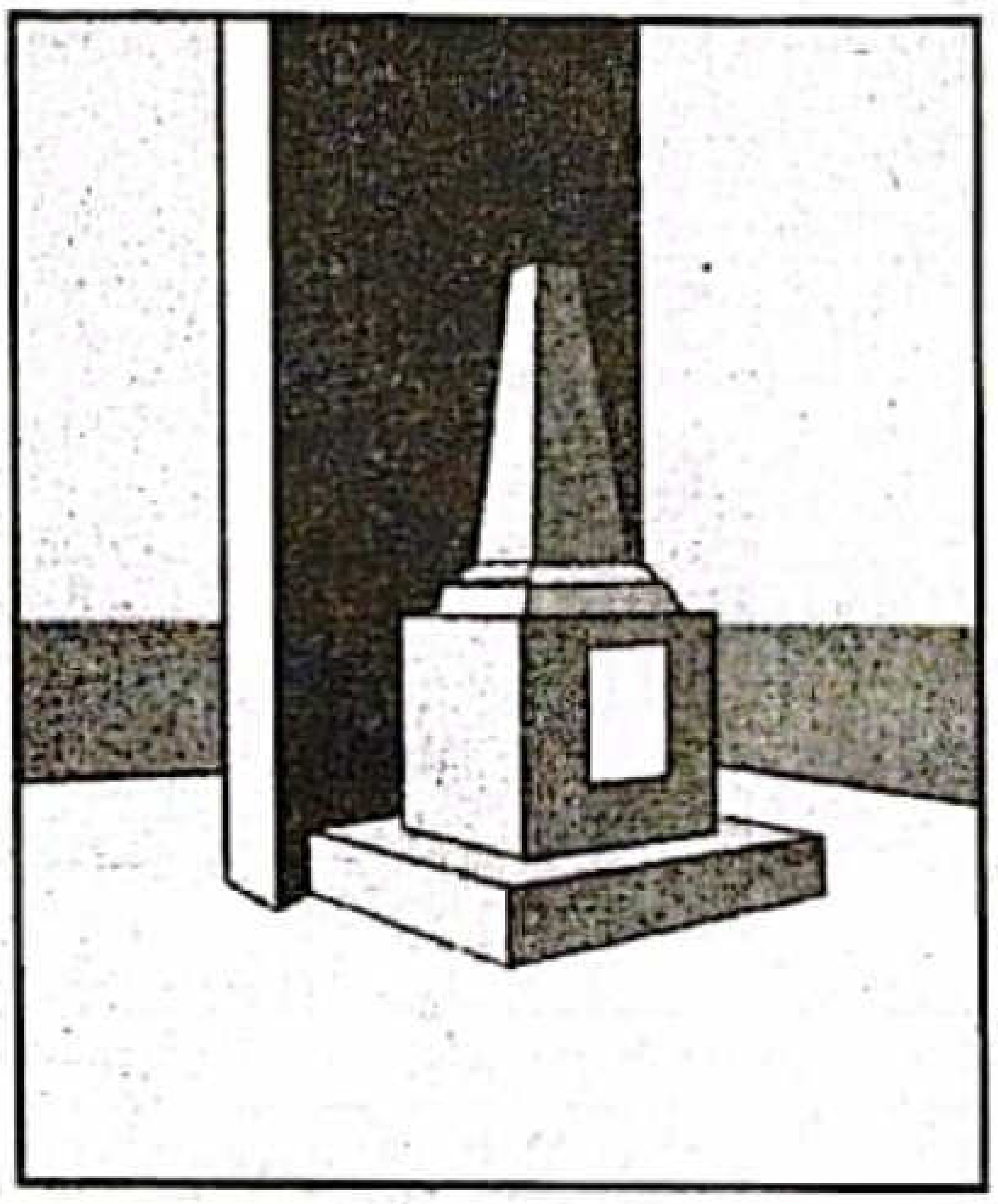

শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা

- ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলি অবগত হয়ে এর তাৎপর্য অনুধাবনপূর্বক ভাষাশহিদদের সম্মান করা।
- বাংলাদেশের জাতীয় দিবস হিসেবে স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসের গুরুত্ব উপলব্ধি করে দিবসসমূহ উদযাপন করা।

অধ্যায়ের শিখনফল

- ভাষা আন্দোলনের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবে।
- ভাষাশহিদদের পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবে।
- শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব বলতে পারবে।
- ভাষাশহিদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারবে।
- স্বাধীনতা দিবসের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।
- বিজয় দিবসের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিজয় দিবসের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।
- জাতীয় দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করতে পারবে।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন

পাঠ্যবই ও শিক্ষক সহায়িকার সূত্র সংবলিত

পাঠ্যবইয়ের অ্যাক্টিভিটি (একক ও দলীয় কাজ)

বুঝে পড়ি ও ভালোভাবে শিখে নিই

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ২৩

পাঠ ১ ভাষা আন্দোলন

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ২৪

জোড়ায় কাজ (ক) ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করি ও নিচের ছকে লিখি–

ছবি-১ ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ১৯৪৮

ছবি-২ ভাষা আন্দোলন ১৯৫২

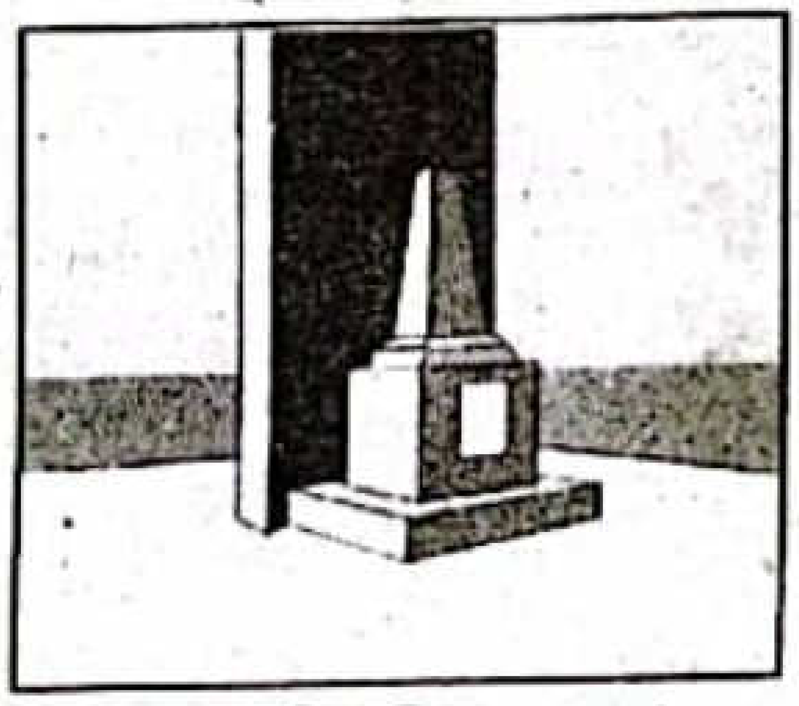

ছবি-৩ শহিদ মিনার ১৯৫২

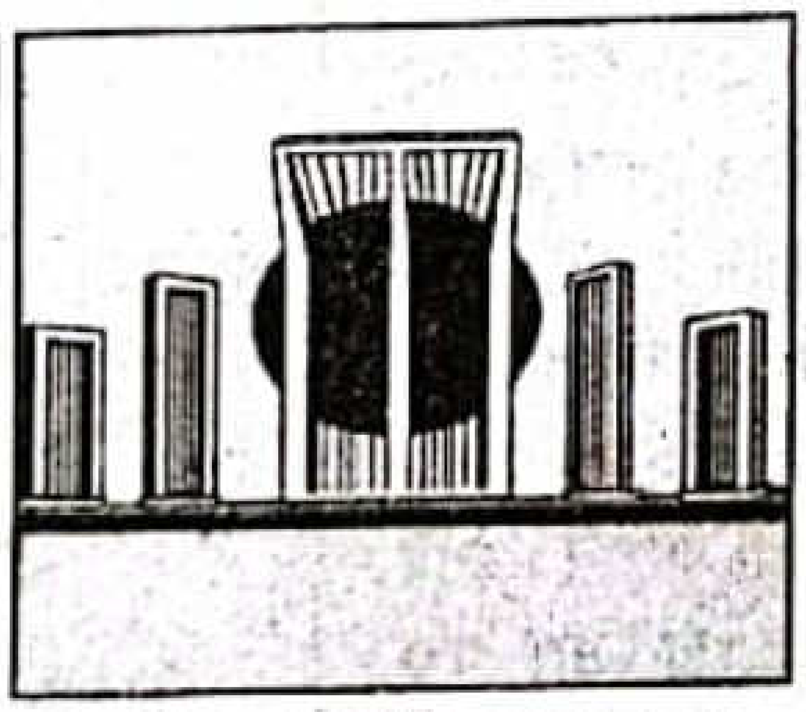

ছবি-৪ শহিদ মিনার ১৯৬৩

ছবিগুলো কীসের	১.
	২.
	৩.
	৪.
ঘটনাগুলো কখন ঘটেছিল	১.
	২.
	৩.
কেন ঘটেছিল	

নির্দেশনা : পাঠ্যবইয়ের ২৩ পৃষ্ঠার ছবিগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। ছবিগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ছকটি পূরণ করবে।

উত্তর : তোমাদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় তথ্য নিচে দেওয়া হলো। এসব তথ্যের আলোকে ছকটি পূরণ করবে।

ছবিগুলো কীসের	১. ছবিটি ভাষা আন্দোলনের শুরুর সময়কার।
	২. ছবিটি ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র-জনতার ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করার ছবি।
	৩. ছবিটি ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির মিছিলে নিহত শহিদদের স্মরণে নির্মিত প্রথম শহিদ মিনারের।
	৪. ছবিটি ১৯৬৩ সালে নির্মিত বর্তমান শহিদ মিনারের।
ঘটনাগুলো কখন ঘটেছিল	১. ১৯৪৮ সালে
	২. ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি
	৩. ১৯৫২ সালে
	৪. ১৯৬৩ সালে
কেন ঘটেছিল	পাকিস্তানের বেশিরভাগ মানুষ ছিল বাঙালি; যারা বাংলা ভাষায় কথা বলত। কিন্তু ১৯৪৮ সালে গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা দেন, পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। কিন্তু ছাত্রসমাজ এর প্রতিবাদ করে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই দাবিতে মিছিল বের হয়। সেই মিছিলে পুলিশ গুলি করলে রফিক, শফিক, জব্বার, বরকত, সালামসহ আরও অনেকে শহিদ হন। তাদের স্মরণে সেই স্থানে শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়।

জোড়ায় কাজ (খ) বিষয়বস্তু (পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ২৪) পড়ি ও কখন, কী ঘটেছিল তা ধারাবাহিকভাবে সাজাই– ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ২৫

নির্দেশনা : পাঠ্যবই থেকে ভাষা আন্দোলনের বিষয়বস্তু ভালোভাবে পড়ে ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজাবে।

উত্তর : তোমাদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে বিষয়বস্তুগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে দেওয়া হলো–

- ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায়।
- ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় রাজপথে মিছিল বের হয়।
- পুলিশের গুলিতে নিহত শহিদের স্মরণে প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয়।
- ১৯৫৬ সালে বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

দলগত কাজ (গ) ভাষাশহিদদের সম্পর্কে তথ্য খুঁজে বের করি ও নিচের চিত্রে লিখি– ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ২৬

সালাম
জন্মস্থান :
জন্ম সাল :
মা :
বাবা :

রফিক
জন্মস্থান :
জন্ম সাল :
মা :
বাবা :

বরকত
জন্মস্থান :
জন্ম সাল :
মা :
বাবা :

জব্বার
জন্মস্থান :
জন্ম সাল :
মা :
বাবা :

নির্দেশনা : পাঠ্যবইয়ের ২৫ পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু দেখে ভাষাশহিদদের সম্পর্কে তথ্য খুঁজে বের করবে এবং ছকগুলো পূরণ করবে।

উত্তর : প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে ছকগুলো পূরণ করা হলো–

সালাম
জন্মস্থান : ফেনী
জন্ম সাল : ২৭শে নভেম্বর, ১৯২৫
মা : দৌলতেন নেছা
বাবা : মুনশি আবদুল ফাজেল

রফিক
জন্মস্থান : মানিকগঞ্জ
জন্ম সাল : ৩০শে অক্টোবর, ১৯২৬
মা : রাফিজা খাতুন
বাবা : আবদুল লতিফ

বরকত
জন্মস্থান : মুর্শিদাবাদ, ভারত
জন্ম সাল : ১৩ই জুন, ১৯২৭
মা : হাসিনা বিবি
বাবা : সামসুজ্জোহা

জব্বার
জন্মস্থান : ময়মনসিংহ
জন্ম সাল : ১০ই অক্টোবর, ১৯১৯
মা : সাফাতুন নেছা
বাবা : হাছেন আলী

দলগত কাজ (ঘ) উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হলে আমাদের যা যা অসুবিধা হতো তা নিচে লিখি – ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ২৬

পাঠ্যবইয়ের ছক :

উত্তর :

- আমরা মাতৃভাষায় কথা বলতে পারতাম না।
- বাঙালিরা উর্দু না জানার কারণে ভালো চাকরি পেত না।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বাংলা ভাষায় পাঠদান বন্ধ হয়ে যেত।
- বাঙালি শিশুরা মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত না।
- বাংলা ভাষায় কবিতা, সাহিত্য ও গল্প রচনা কমে যেত।

পাঠ ২ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ২৭

জোড়ায় কাজ (ক) ছবিগুলো পর্যবেক্ষণ করি ও নিচের ছকে বর্ণনা করি– ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ২৭

ছবি-১ প্রভাতফেরি ও পুষ্পস্তবক অর্পণ

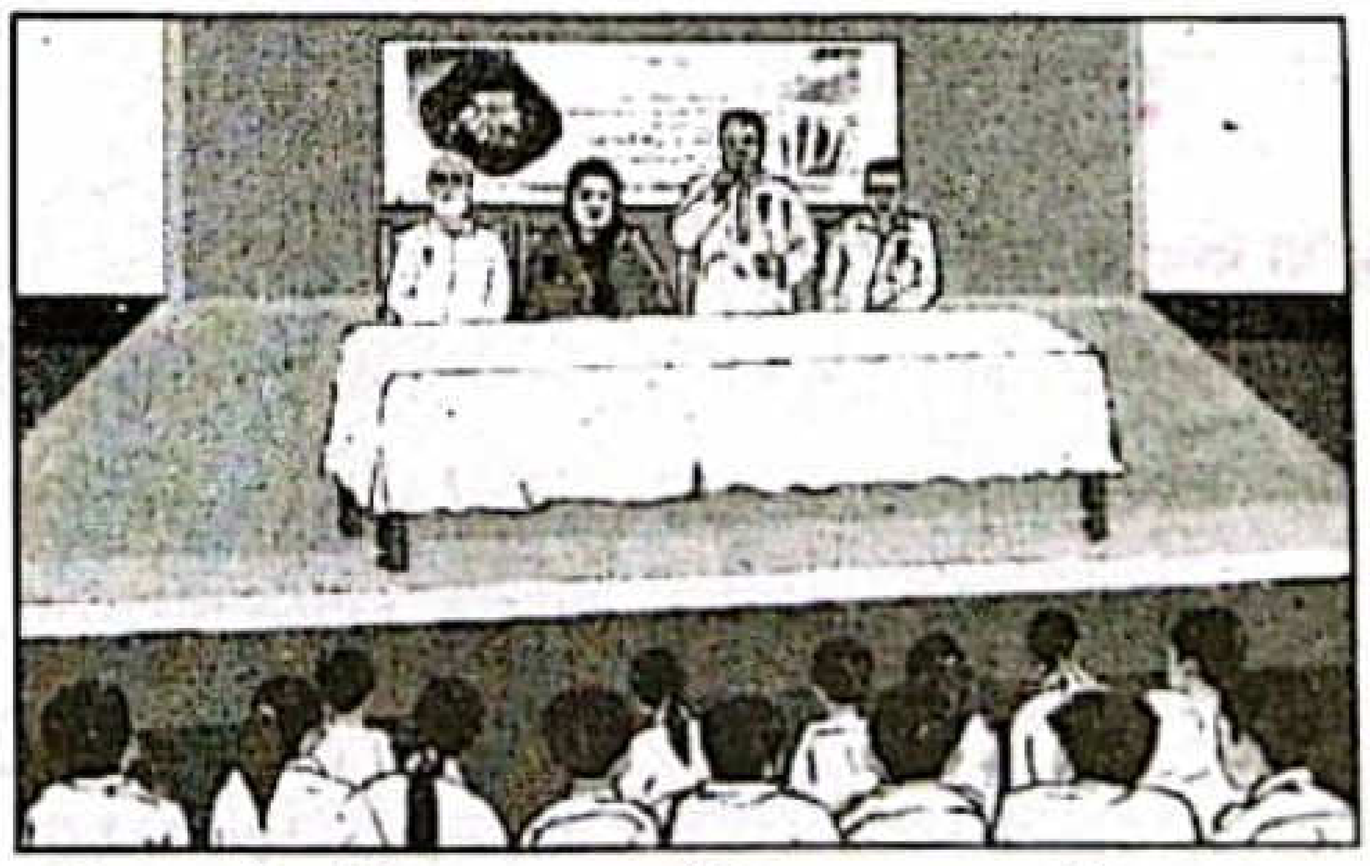

ছবি-২ শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

ছবিগুলো কীসের?	
অনুষ্ঠানগুলো কখন হয়?	
কোথায় ফুল দিচ্ছে?	
কেন ফুল দিচ্ছে?	

উত্তর :

ছবিগুলো কীসের?	ছবিগুলো শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের বিভিন্ন কর্মসূচির।
অনুষ্ঠানগুলো কখন হয়?	অনুষ্ঠানগুলো প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হয়।
কোথায় ফুল দিচ্ছে?	জাতীয় শহিদ মিনারে ফুল দিচ্ছে।
কেন ফুল দিচ্ছে?	১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য জীবন দেওয়া শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্য ফুল দিচ্ছে।

দলগত কাজ (খ) ২১শে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কিত তথ্য নিচের চিত্রের খালিঘরে লিখি– ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ২৮

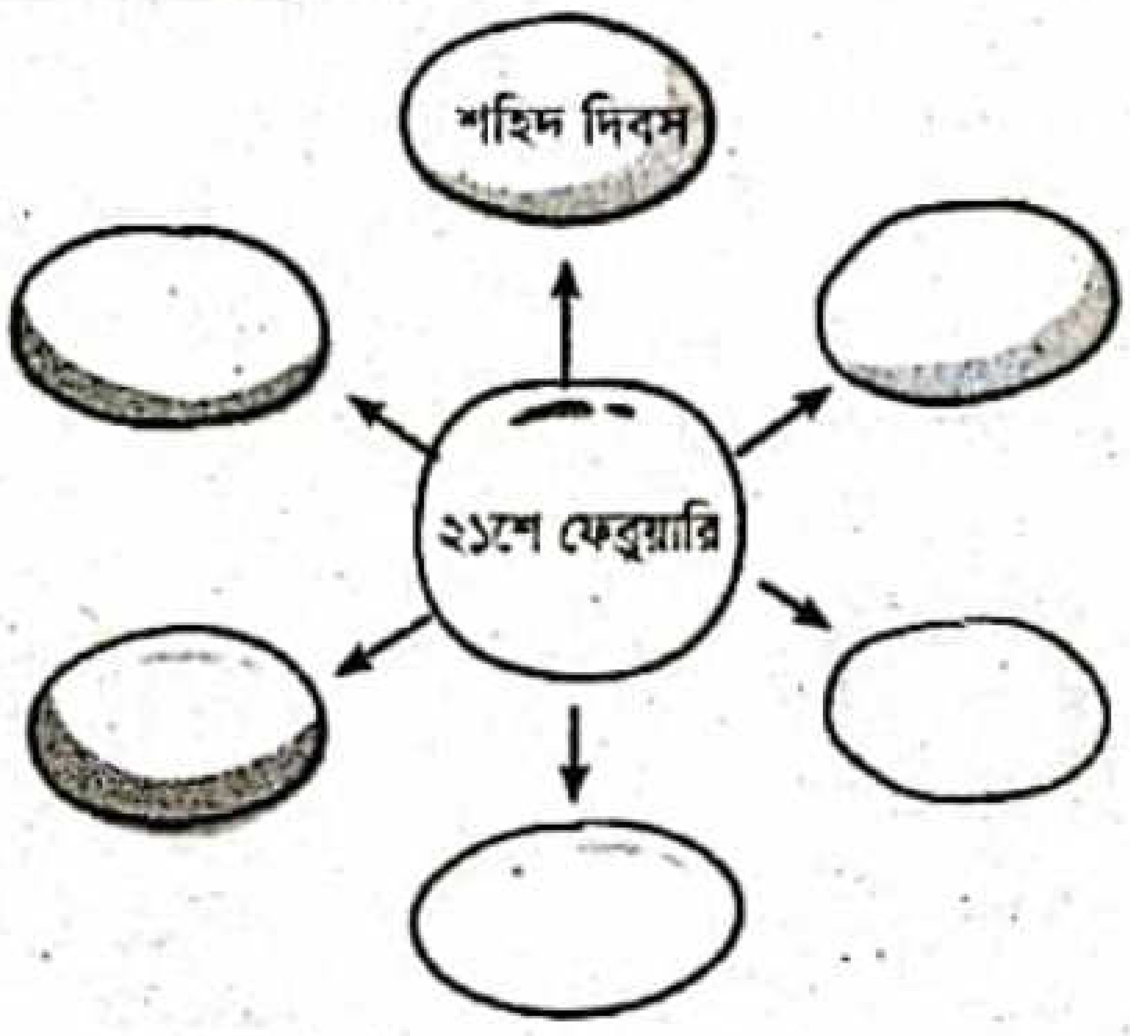

উত্তর :

একক কাজ (গ) শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনটি বাক্য তৈরি করি– ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ২৮

১.	
২.	
৩.	

উত্তর :

১.	শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করি।
২.	এই দিবসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।
৩.	এই দিবসে বিদ্যালয়গুলোতে চিত্রাঙ্কন, রচনা প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দলগত কাজ (ঘ) বিদ্যালয়ে প্রভাতফেরিতে শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর ভূমিকাভিনয় করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ২৮

সমাধান :

যা যা প্রয়োজন :

শ্রেণিশিক্ষকের সহায়তায় ভূমিকাভিনয় করবে। ভূমিকাভিনয়ের জন্য যা যা প্রয়োজন–

- একটি ছোটো ব্যানার
- ফুলের তোড়া (প্রয়োজনে কৃত্রিম ফুলের তোড়া)
- কৃত্রিম ফুল
- সকলের অংশগ্রহণ

যা করতে হবে :

- শ্রেণিশিক্ষকের সহায়তায় শিক্ষার্থীরা মাঠে দুই সারিতে দাঁড়াবে।
- সামনে ব্যানার ও ফুলের তোড়া থাকবে। অন্যান্যদের কাছে ফুল থাকবে।
- শ্রেণিশিক্ষকের নেতৃত্বে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি...' গানটি গাইতে গাইতে শহিদ মিনারের বেদিতে ফুল দিবে।
- পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে একইভাবে সারিবদ্ধ হয়ে শ্রেণিকক্ষে ফিরে যাবে।

পাঠ ৩ | আমাদের স্বাধীনতা দিবস

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ২৯

জোড়ায় কাজ (ক) মানচিত্রে বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) এবং পাকিস্তান (তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান) চিহ্নিত করি–

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ২৯

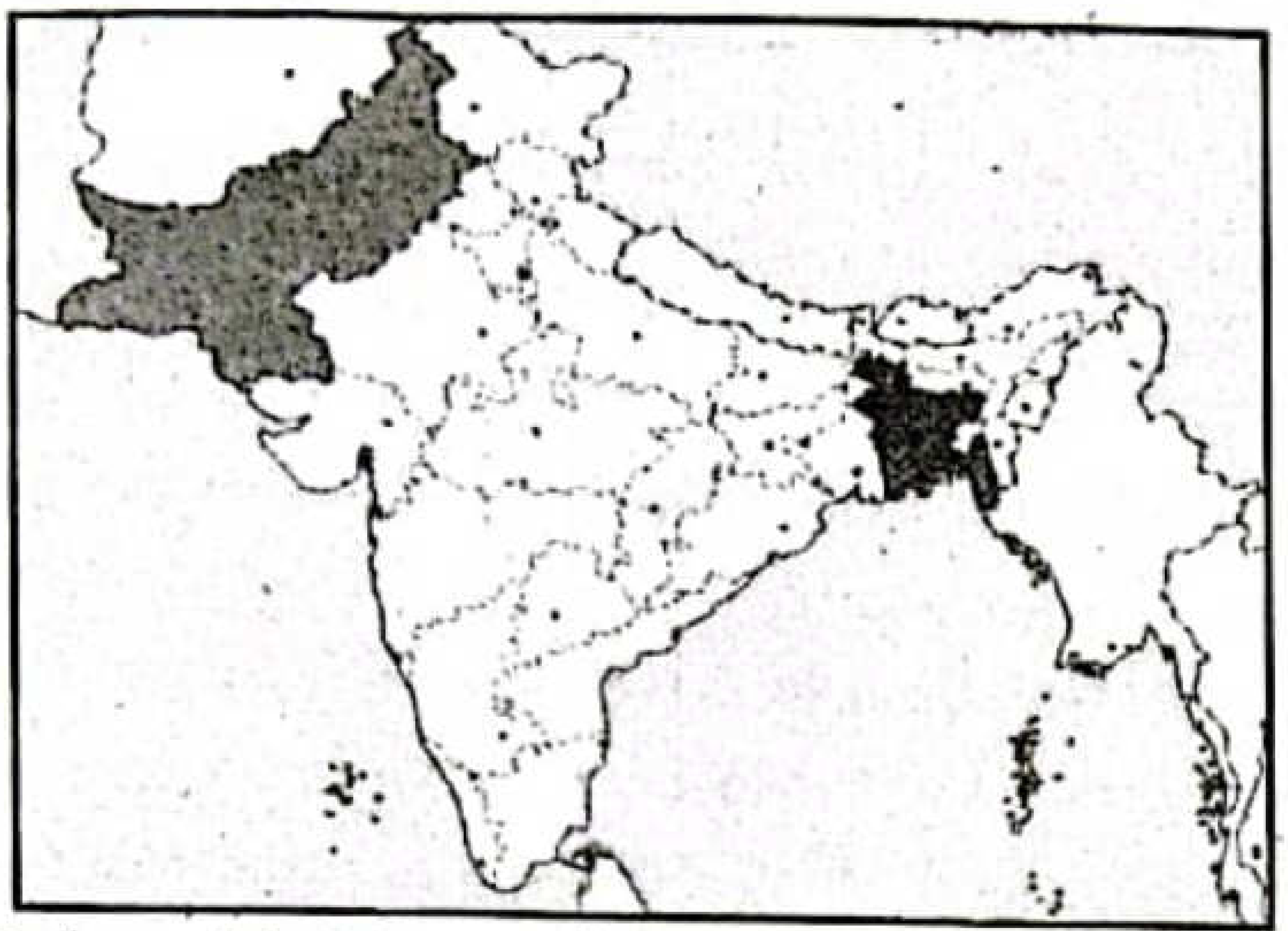

নির্দেশনা : পাঠ্যবইয়ের ২৯ পৃষ্ঠার মানচিত্রটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে মানচিত্রে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে চিহ্নিত করবে।

উত্তর : তোমাদের সুবিধার্থে মানচিত্রটি অঙ্কন করে সেখানে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান চিহ্নিত করে দেখানো হলো–

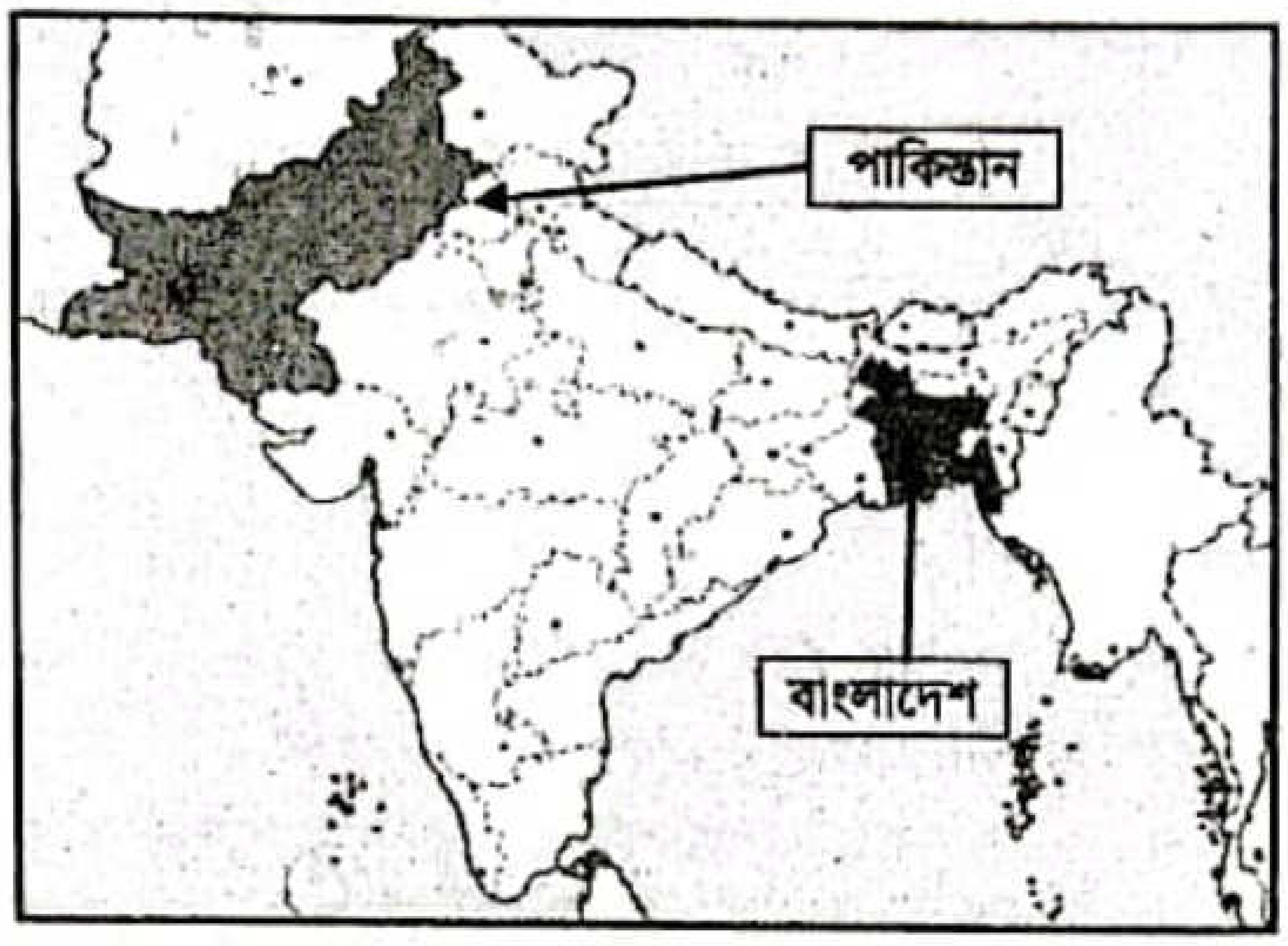

দলগত কাজ (খ) ১নং ও ২নং ছবি পর্যবেক্ষণ করি ও কোন ছবিতে কী হচ্ছে তা বলি–

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩০

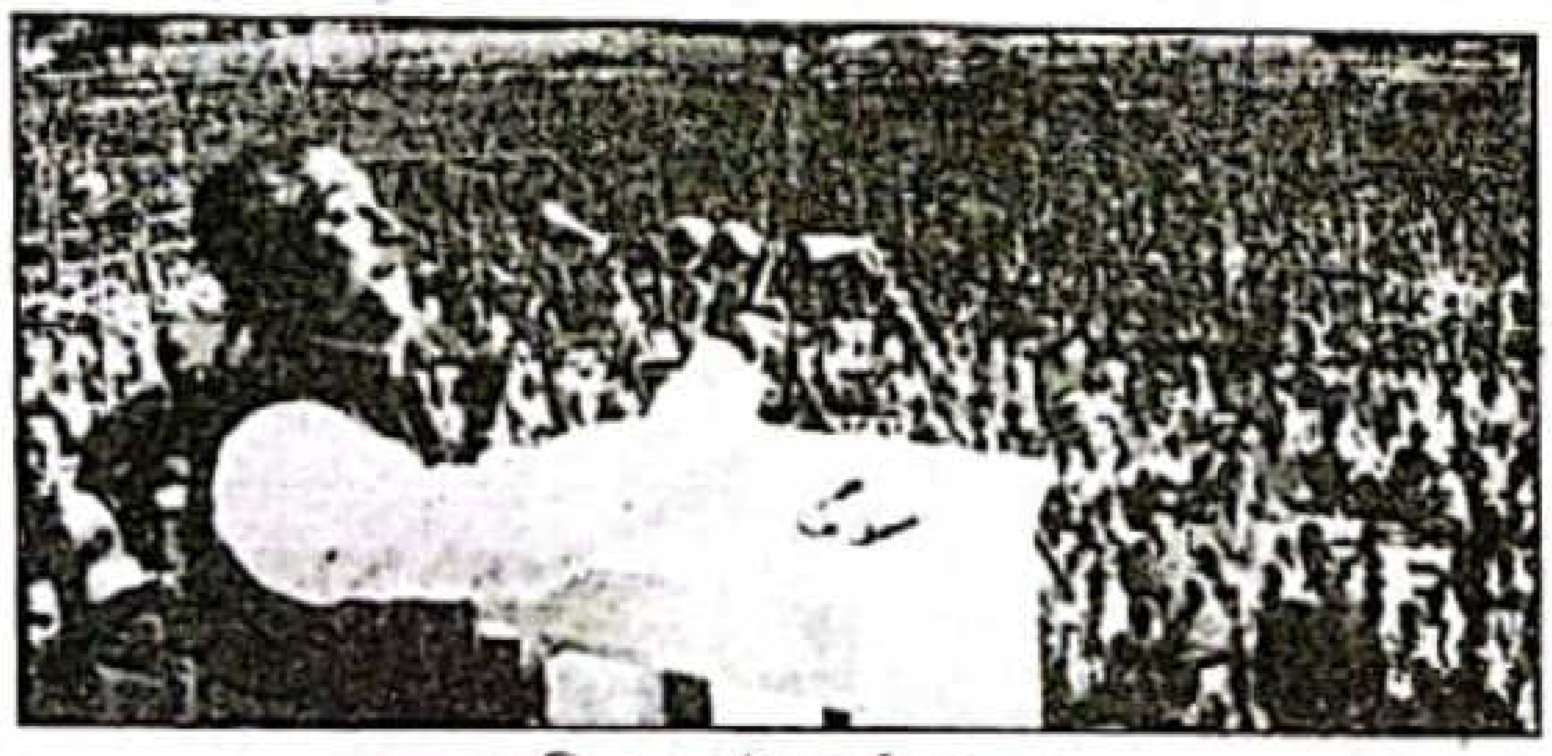

ছবি-১ : ৭ই মার্চ, ১৯৭১

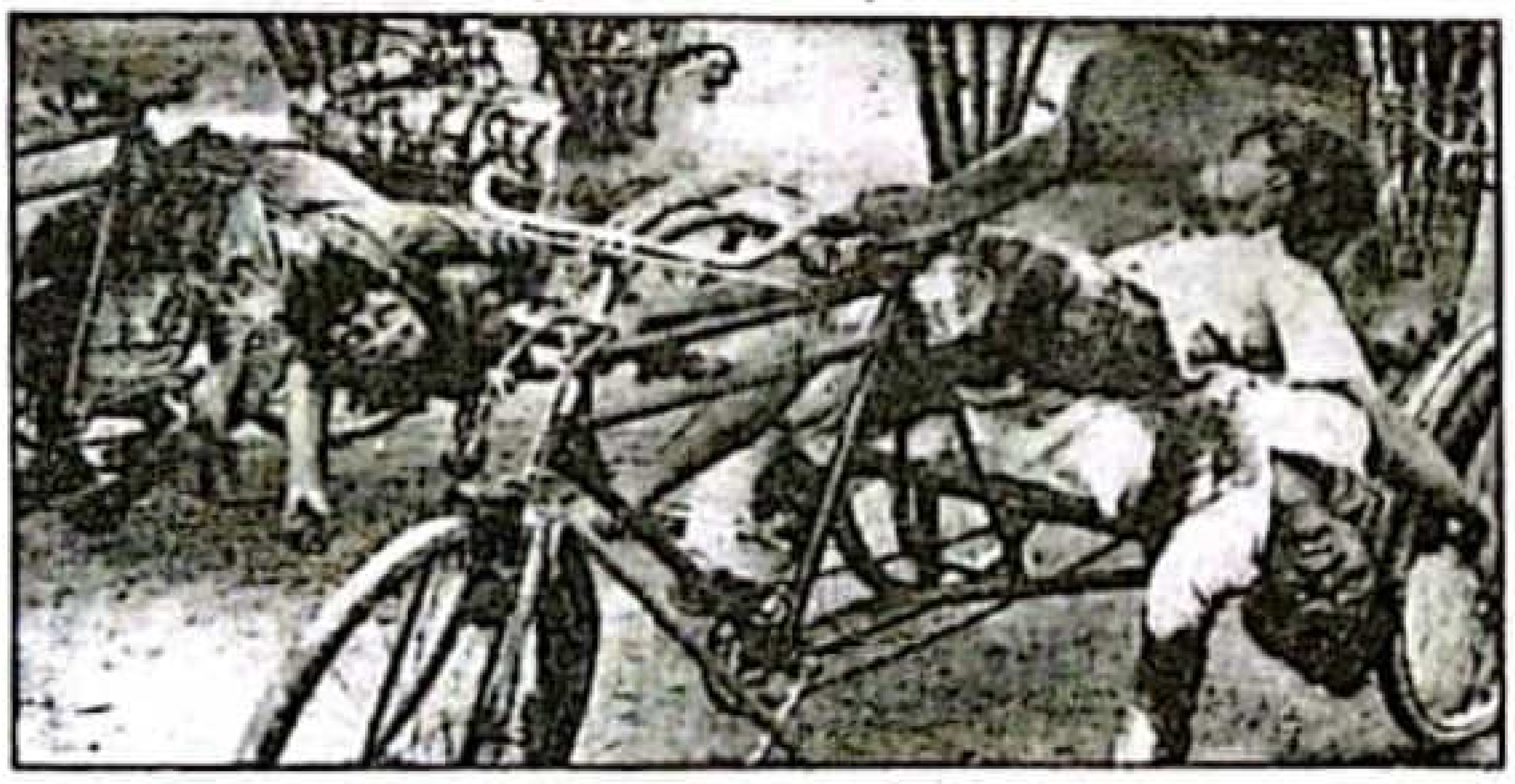

ছবি-২ : ২৫শে মার্চ, ১৯৭১

ছবি-১	ছবি-২
কে বক্তৃতা করছেন?	কী ঘটেছে?
কখন করছেন?	কখন ঘটেছে?

নির্দেশনা : পাঠ্যবইয়ের ২৯ পৃষ্ঠার ছবি-১ ও ছবি-২ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। ছবি দুটি দেখে ছকটি পূরণ করবে।

উত্তর : নিচে ছকটি পূরণ করে দেওয়া হলো–

ছবি-১	ছবি-২
কে বক্তৃতা করছেন?	**কী ঘটেছে?**
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।	নিরীহ, নিরস্ত্র, বাঙালির ওপর। পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর হত্যাকাণ্ড।
কখন করছেন?	**কখন ঘটেছে?**
১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ।	১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতে।

দলগত কাজ (গ) নিচের ছকে সময় অনুযায়ী বক্সে প্রদত্ত ঘটনা সাজাই–

(স্বাধীনতা ঘোষণা, কালরাত, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ, বাঙালিদেরকে শোষণ করা)

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩১

সময়	ঘটনা
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর	
৭ই মার্চ, ১৯৭১	
২৫শে মার্চ, ১৯৭১	
২৬শে মার্চ, ১৯৭১	

নির্দেশনা : পাঠ্যবইয়ের ৩০ পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু ভালোভাবে পড়ে বক্সটি পূরণ করবে।

উত্তর : তোমাদের সুবিধার্থে সময় অনুযায়ী উল্লিখিত ঘটনাগুলো ছকে সাজিয়ে দেখানো হলো–

সময়	ঘটনা
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর	বাঙালিদের শোষণ করা
৭ই মার্চ, ১৯৭১	বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ
২৫শে মার্চ, ১৯৭১	কালরাত
২৬শে মার্চ, ১৯৭১	স্বাধীনতার ঘোষণা

জোড়ায় কাজ (ঘ) স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কে ৩টি বাক্য লিখি– ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩১

১. ....

২. ....

৩. ....

উত্তর : স্বাধীনতা দিবসের তিনটি গুরুত্ব নিচে উল্লেখ করা হলো–

১.	২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।
২.	২৬শে মার্চ থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল বলে এই দিবসটি আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।
৩.	স্বাধীনতা দিবসে আমরা জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

দলগত কাজ (ঙ) আগামী স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কী কী করতে চাই তার একটি তালিকা তৈরি করি– ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩১

১. ....

২. ....

উত্তর :

১. খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে গোসল করে পাঞ্জাবি-পায়জামা পরতে চাই।
২. সৃষ্টিকর্তার কাছে মুক্তিযোদ্ধা ও ৩০ লক্ষ শহিদদের জন্য প্রার্থনা করতে চাই।
৩. জাতীয় স্মৃতিসৌধে যেতে চাই।
৪. ফুল দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে চাই।
৫. সারাদিন বাবা-মায়ের সাথে ঘুরে বেড়াতে চাই।
৬. বন্ধুদের সাথে স্বাধীনতা দিবস নিয়ে গল্প করতে চাই।
৭. জাতির পিতার ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়িতে যেতে চাই।
৮. তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করে সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া করতে চাই।
৯. একজন মুক্তিযোদ্ধা বা যে মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন এমন একজনের কাছে যুদ্ধের গল্প শুনতে চাই।
১০. বাংলাদেশের একটা বড়ো পতাকা কিনে বাড়ির ছাদে লাগাতে চাই।

পাঠ ৪ আমাদের বিজয় দিবস

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩২

দলগত কাজ (ক) ছবি দেখি, বলি ও নিচের ছকে লিখি– ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩২

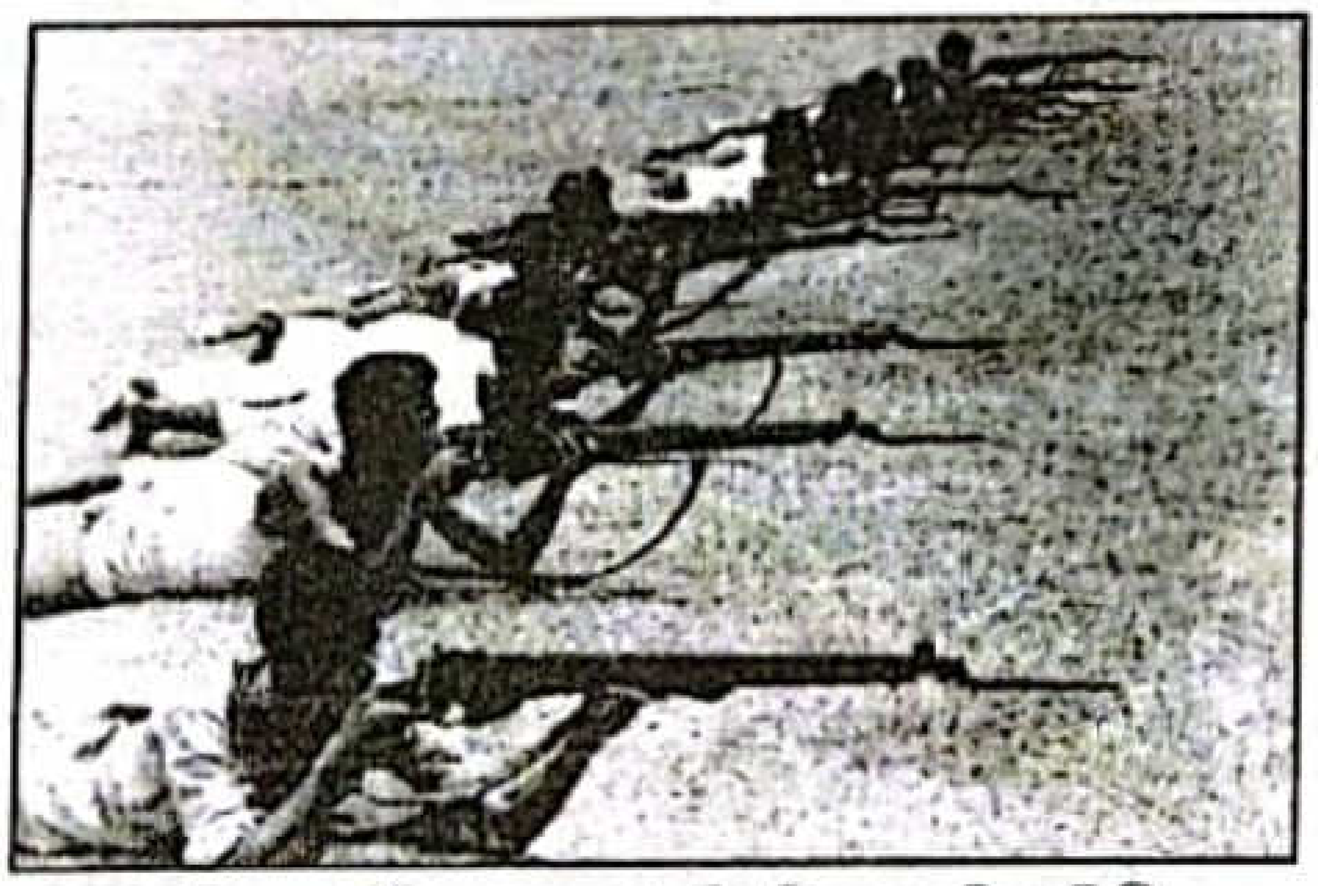
ছবি-১ : মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে মুক্তিবাহিনী

ছবি-২ : মুক্তিযুদ্ধরত মুক্তিবাহিনী

ছবি-৩ : পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ

ছবি-৪ : মুক্তিবাহিনী ও জনগণের বিজয় আনন্দ

ছবি-১
কীসের ছবি :
ছবিতে কী ঘটছে :
কেন এটি ঘটছে :

ছবি-২
কীসের ছবি :
ছবিতে কী ঘটছে :
কেন এটি ঘটছে :

কীসের ছবি :	ছবি-৩
ছবিতে কী ঘটছে :	
কেন এটি ঘটছে :	

কীসের ছবি :	ছবি-৪
ছবিতে কী ঘটছে :	
কেন এটি ঘটছে :	

উত্তর :

ছবি ১

কীসের ছবি	মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ।
ছবিতে কী ঘটছে	মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধের জন্য বন্দুক চালানো শিখছে।
কেন এটি ঘটছে	দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য।

ছবি ২

কীসের ছবি	মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন।
ছবিতে কী ঘটছে	মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুর দিকে অস্ত্র তাক করে আছে।
কেন এটি ঘটছে	শত্রুবাহিনীকে খতম করতে মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য।

ছবি ৩

কীসের ছবি	পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের ছবি।
ছবিতে কী ঘটছে	পাকিস্তান সেনাবাহিনী মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করছে।
কেন এটি ঘটছে	দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী পরাজিত হয়েছে।

ছবি ৪

কীসের ছবি	মুক্তিবাহিনী ও জনগণের যুদ্ধজয়ের আনন্দের ছবি।
ছবিতে কী ঘটছে	মুক্তিবাহিনীর সাথে সাধারণ মানুষ বিজয় আনন্দ করছে।
কেন এটি ঘটছে	দীর্ঘ ৯ মাস লড়াই করে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছে।

জোড়ায় কাজ (খ) বাম পাশের বিষয়বস্তু অনুযায়ী তথ্য সংযোজন করি— ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৪

পাঠ্যবইয়ের ছক :

বিষয়বস্তু	তথ্য লিখি
প্রথম অস্থায়ী সরকার	
অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি	
মুক্তিবাহিনী	
রাজাকার-আলবদর	
১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল	
১৬ই ডিসেম্বর	

উত্তর :

বিষয়বস্তু	তথ্য লিখি
প্রথম অস্থায়ী সরকার	১০ই এপ্রিল, ১৯৭১
অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
মুক্তিবাহিনী	স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য গঠিত বাহিনী
রাজাকার-আলবদর	মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী
১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল	পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে
১৬ই ডিসেম্বর	বিজয় দিবস

দলগত কাজ (গ) পাঠ্যবইয়ে ৩৩ পৃষ্ঠার লেখাটুকু পড়ে আমাদের বিজয় অর্জনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিচের সম্পর্ক চিত্রে লিখি— ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৪

উত্তর :

জোড়ায় কাজ (ঘ) বিজয় দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কে ৩টি বাক্য তৈরি করি— ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৫

১.	
২.	
৩.	

উত্তর : প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে নিচে ৩টি বাক্য তৈরি করা হলো—

১. ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধের পর পাকিস্তানি বাহিনী ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ আত্মসমর্পণ করে।

২. বিজয় দিবসের মাধ্যমে আমরা একটি স্বাধীন দেশ, একটি মানচিত্র, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত ও আমাদের অধিকার অর্জন করি।

৩. বিজয় দিবস উদযাপনের মধ্য দিয়ে আমরা দেশকে ভালোবাসতে শিখি।

দলগত কাজ (ঙ) আগামী বিজয় দিবস উদযাপনে কী কী করতে চাই তার একটি তালিকা তৈরি করি— ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৩৫

১. ....

২. ....

....

উত্তর : বিজয় দিবসে আমি যা করতে চাই তার তালিকা—

১. বিজয় দিবসের দিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে গোসল করে পাঞ্জাবি-পায়জামা পরতে চাই।

২. ৯ মাসের যুদ্ধে নিহত প্রায় ৩০ লক্ষ শহিদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করতে চাই।

৩. বাবা-মায়ের সাথে প্যারেড গ্রাউন্ডে গিয়ে বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজ দেখতে চাই।

৪. বন্ধুদের সাথে বিজয় দিবস নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

৫. বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বন্ধুদের সাথে ক্রিকেট খেলে আনন্দ উদযাপন করতে চাই।

৬. কোনো একজন মুক্তিযোদ্ধাকে উপহার দিতে চাই এবং তাঁর কাছে বিজয়ের গল্প শুনতে চাই।

৭. জাতির পিতার ধানমন্ডি ৩২নং বাড়িতে গিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে চাই।

৮. বিজয় দিবস উপলক্ষে ৫ জন গরিব মানুষকে ভালো খাবার যেমন পোলাও, মাংস খাওয়াতে চাই।

৯. বিজয় দিবস উপলক্ষে স্কুলে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে চাই।

১০. বন্ধুদেরকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানাতে চাই।

শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণে অতিরিক্ত অ্যাক্টিভিটি — আরও শিখে নিই

পাঠ ১ ভাষা আন্দোলন

▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

একক কাজ ছবি দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

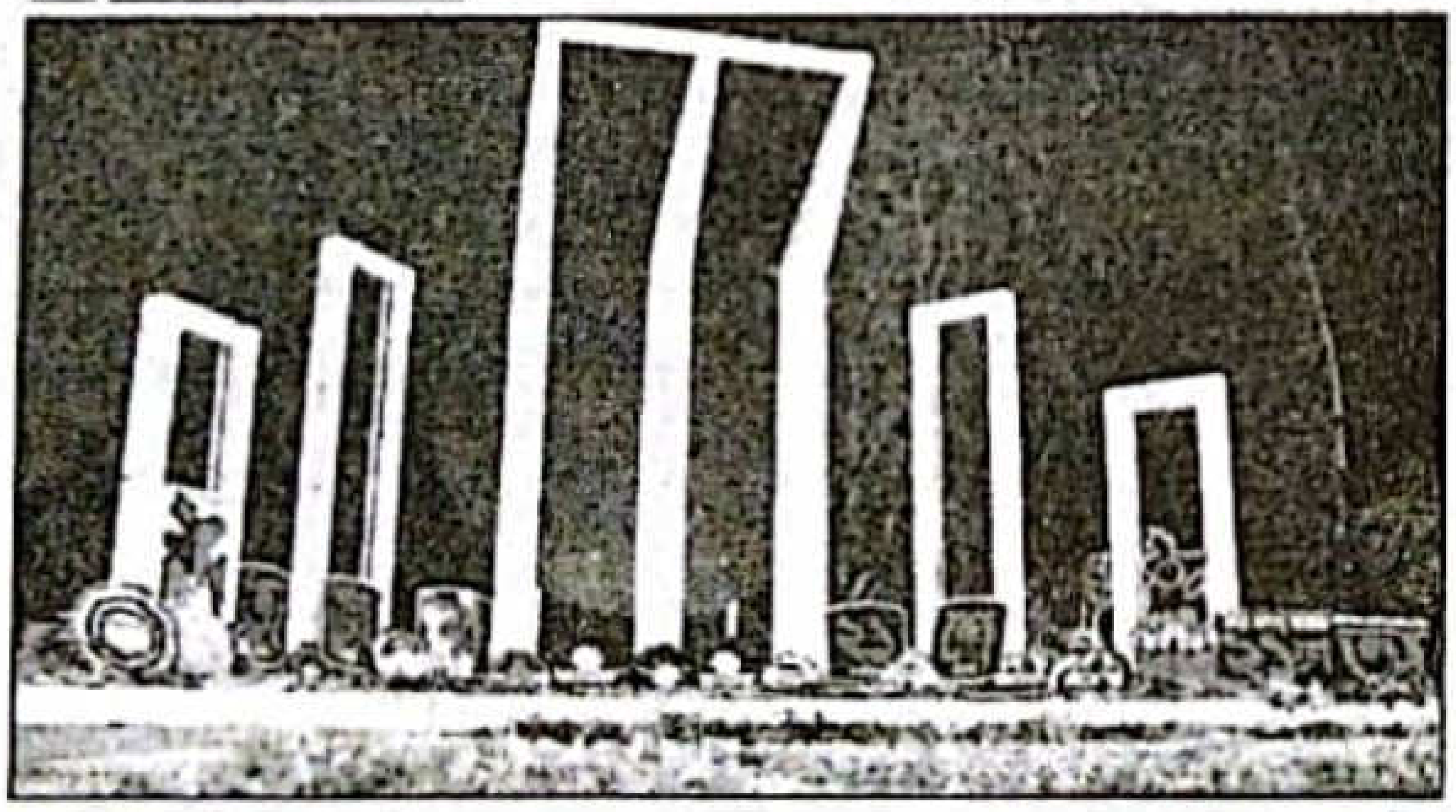

- এটা কীসের ছবি?
- কাদের উদ্দেশে এটি নির্মাণ করা হয়েছে?

নমুনা উত্তর

- **এটা কীসের ছবি?**

  উত্তর : এটা শহীদ মিনারের ছবি।
- **কাদের উদ্দেশে এটি নির্মাণ করা হয়েছে?**

  উত্তর : ভাষা আন্দোলনে শহিদদের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশে শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে।

একক কাজ ছবি দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

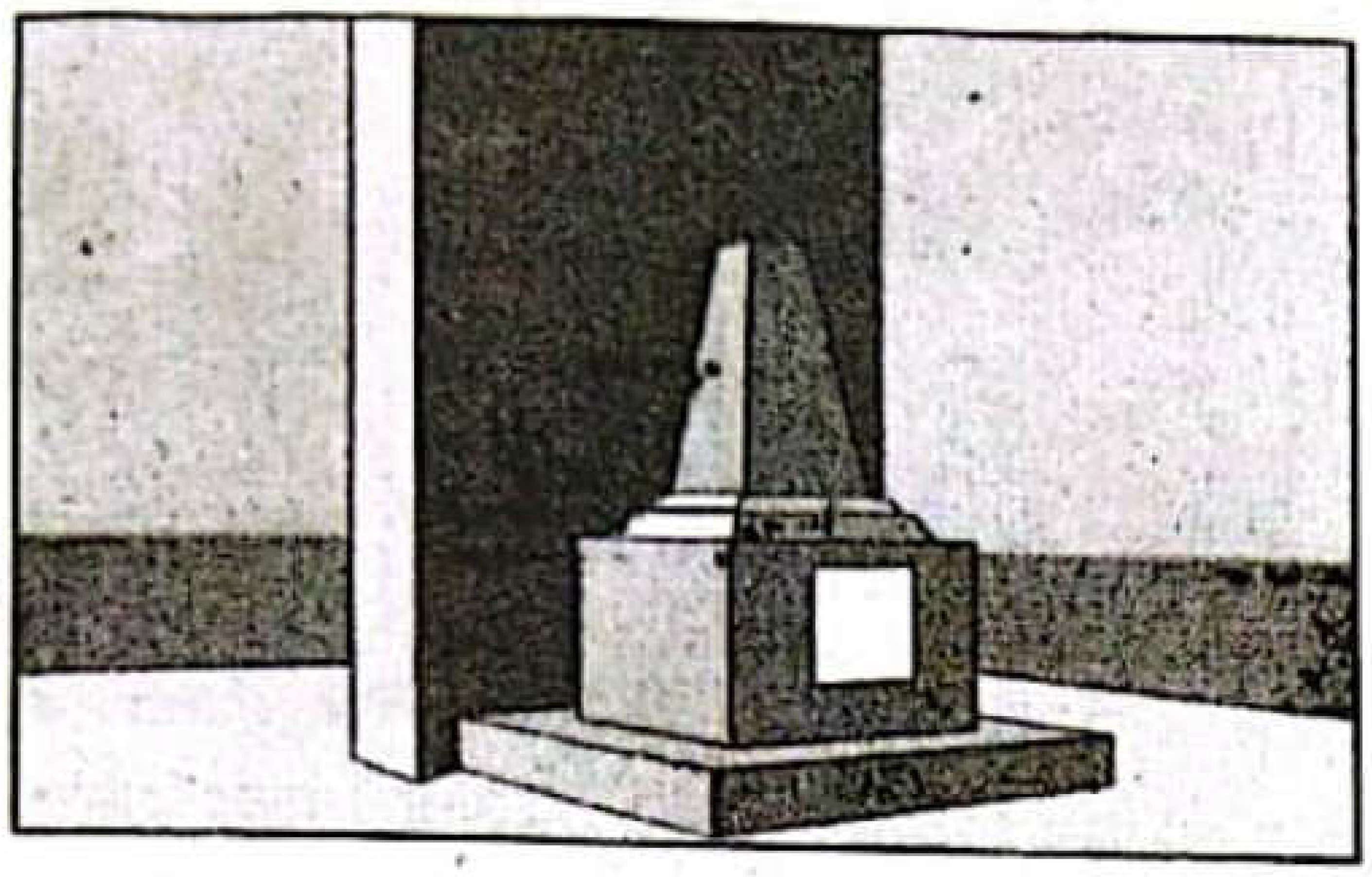

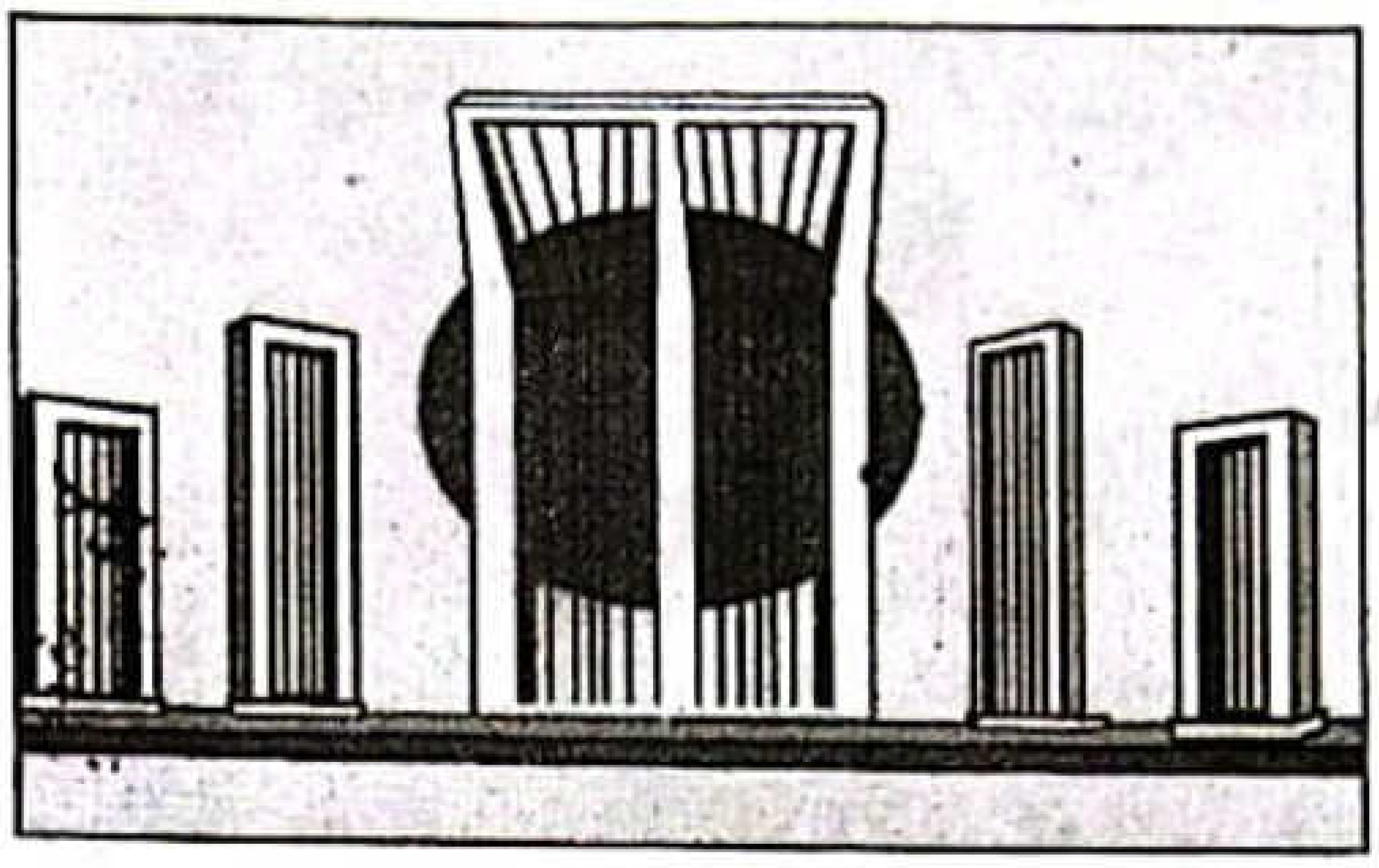

- ছবিগুলো কীসের বা কী সম্পর্কিত?
- ছবিগুলো কোন সময়ের?

নমুনা উত্তর

- **ছবিগুলো কীসের বা কী সম্পর্কিত?**

  উত্তর : ছবিগুলো ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত।
- **ছবিগুলো কোন সময়ের?**

  উত্তর : ছবিগুলো ভাষা আন্দোলন সময়কালের (১৯৪৮-১৯৫২)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

প্রশ্ন ১। তোমরা কি জানো কত সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল?
উত্তর : হ্যাঁ, জানি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল।

প্রশ্ন ২। পাকিস্তান কয়টি অংশে বিভক্ত ছিল?
উত্তর : পাকিস্তান দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। যথা— পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান।

প্রশ্ন ৩। পাকিস্তানের শাসকরা কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল?
উত্তর : পাকিস্তানের শাসকরা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

প্রশ্ন ৪। কারা বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি করে?
উত্তর : পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি করে।

প্রশ্ন ৫। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন কারা?
উত্তর : ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেকে।

দলগত কাজ মাতৃভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এমন দুটি স্লোগান তৈরি কর।

পাঠ ২ | শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

একক কাজ ছবি দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

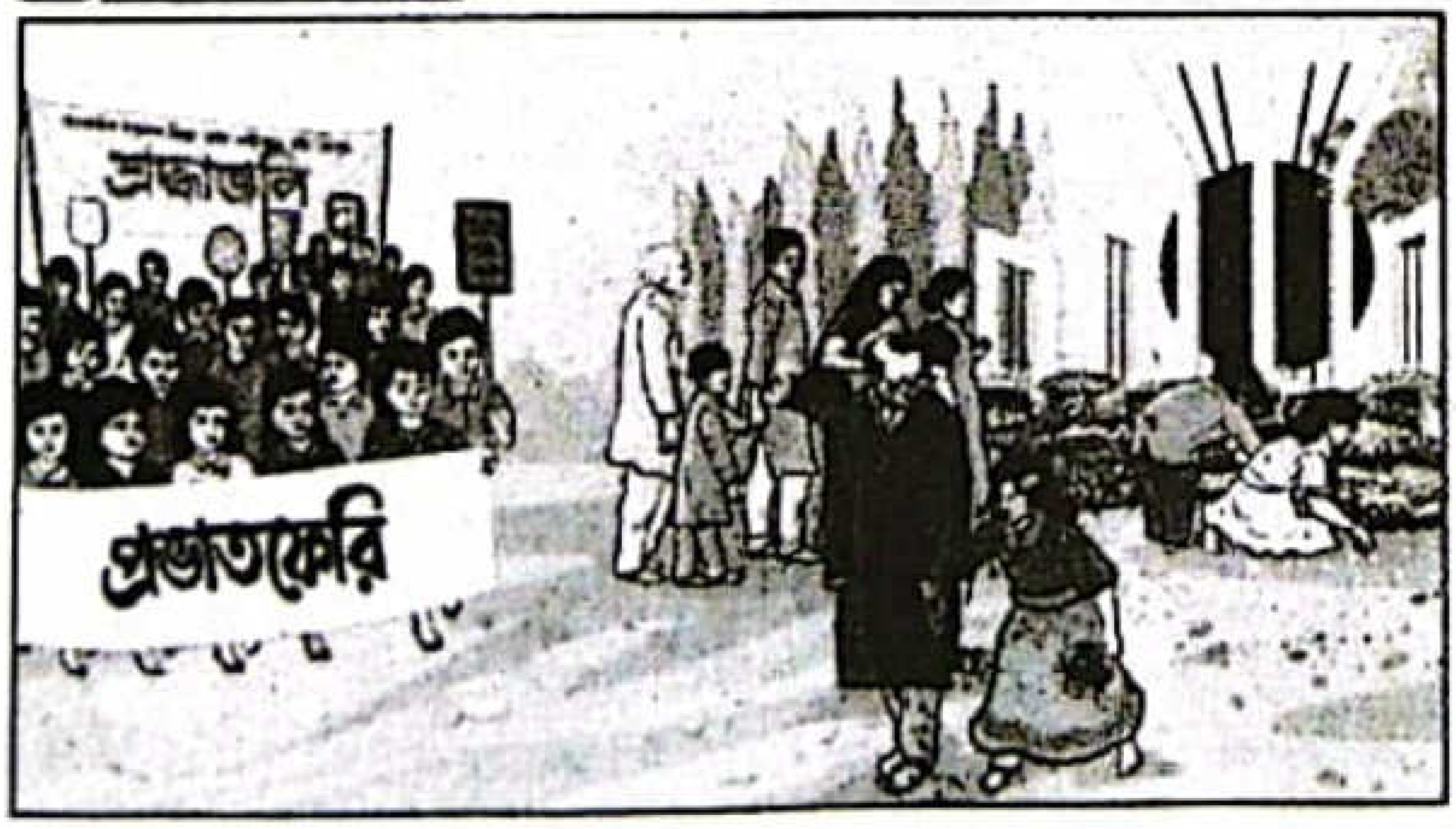

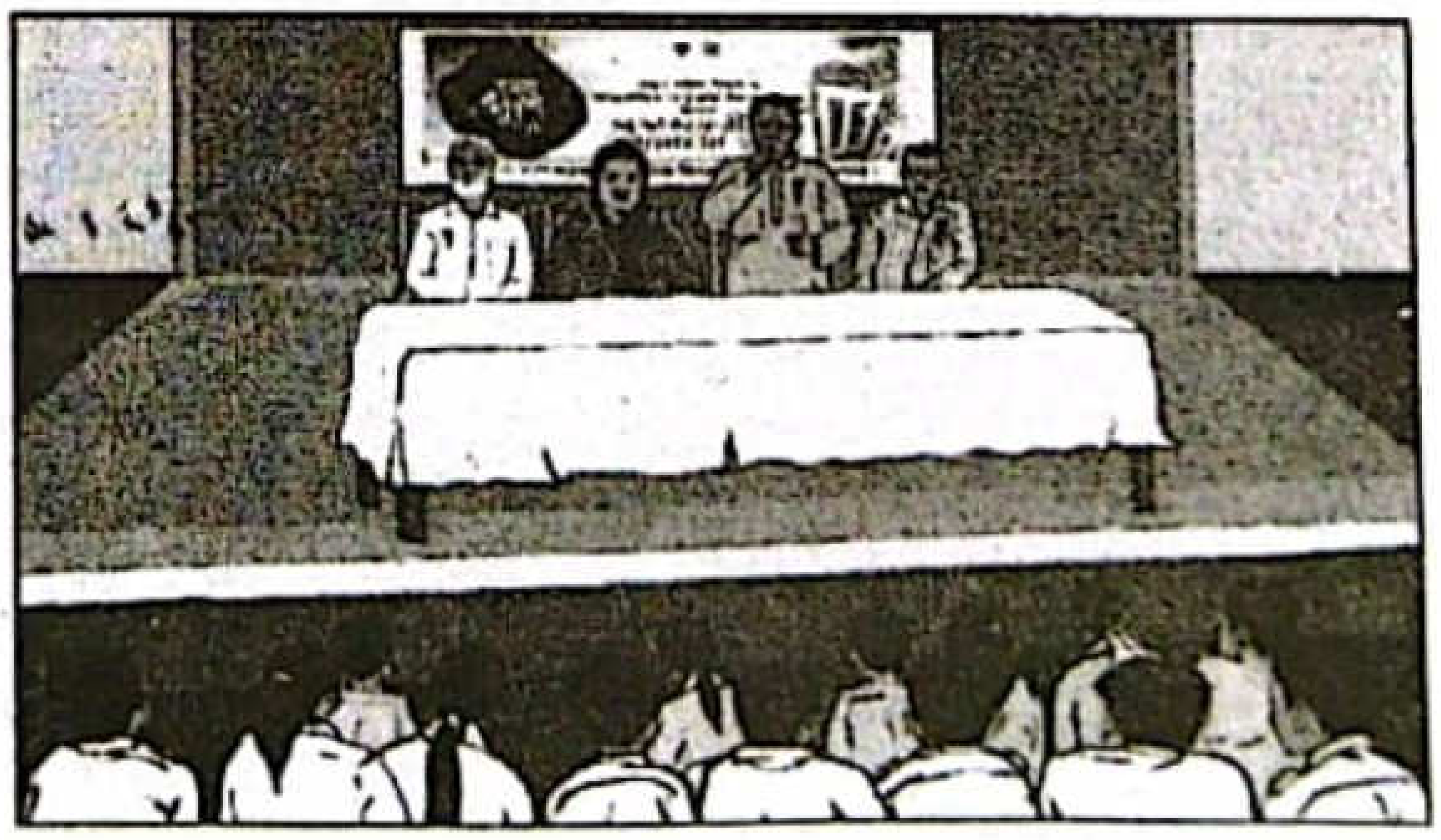

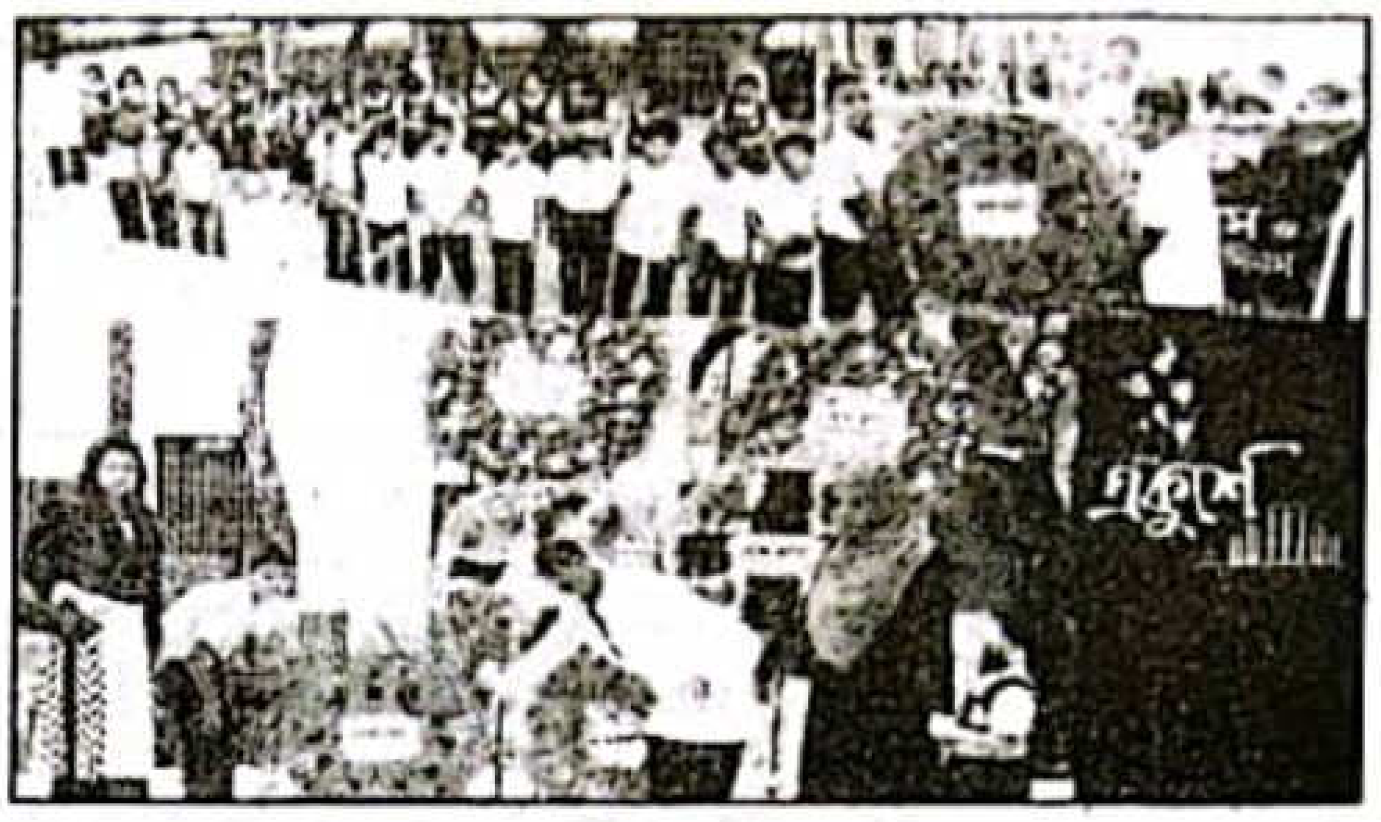

- ছবিগুলো কি তোমরা চিনো?
- ছবিগুলো কিসের?

নমুনা উত্তর

- **ছবিগুলো কি তোমরা চিনো?**
  উত্তর : হ্যাঁ। ছবিগুলো আমরা চিনি।
- **ছবিগুলো কীসের?**
  উত্তর : ছবিগুলো শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর। ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

প্রশ্ন ১। কত সালের কত তারিখে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেকে শহিদ হন?
উত্তর : ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকে শহিদ হন।

প্রশ্ন ২। কত তারিখে আমরা শহিদ দিবস পালন করি?
উত্তর : আমরা ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস পালন করি।

প্রশ্ন ৩। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কোনটি?
উত্তর : ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

প্রশ্ন ৪। শহিদ দিবসে আমরা কী কী করি? কেন করি?
উত্তর : শহিদ দিবসে অর্থাৎ ২১শে ফেব্রুয়ারিতে আমরা খালি পায়ে হেঁটে প্রভাতফেরিতে যাই। প্রভাতফেরিতে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটি গাই। শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষাশহিদদের শ্রদ্ধা জানাই। আমরা এসব করে থাকি ভাষাশহিদদের অবদানকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য।

প্রশ্ন ৫। শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কেন গুরুত্বপূর্ণ?
উত্তর : শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পৃথিবীর সকল মানুষের মাতৃভাষা দিবসকে সম্মান বৃদ্ধি করেছে। মাতৃভাষার চর্চা ও তাকে রক্ষা করতে শিখিয়েছে। মাতৃভাষার শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করে। তাই শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস গুরুত্বপূর্ণ।

ভূমিকাভিনয় সম্পর্কিত প্রশ্ন ও উত্তর। ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

ইতিমধ্যে তোমরা শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ সম্পর্কিত ভূমিকাভিনয় করেছো। এ সম্পর্কিত তোমাদের অনুভূতি বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

- **কাজটি কেমন লেগেছে?**
  নমুনা উত্তর : কাজটি ভালো লেগেছে।
- **কেন তোমরা কাজটি করলে?**
  উত্তর : ভাষাশহিদদের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আমরা কাজটি করেছি।
- **প্রতিবছর কখন তোমরা এ কাজটি করবে?**
  উত্তর : প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারি আমরা এ কাজটি করব।

পাঠ ৩ আমাদের স্বাধীনতা দিবস

▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

একক কাজ ছবি দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

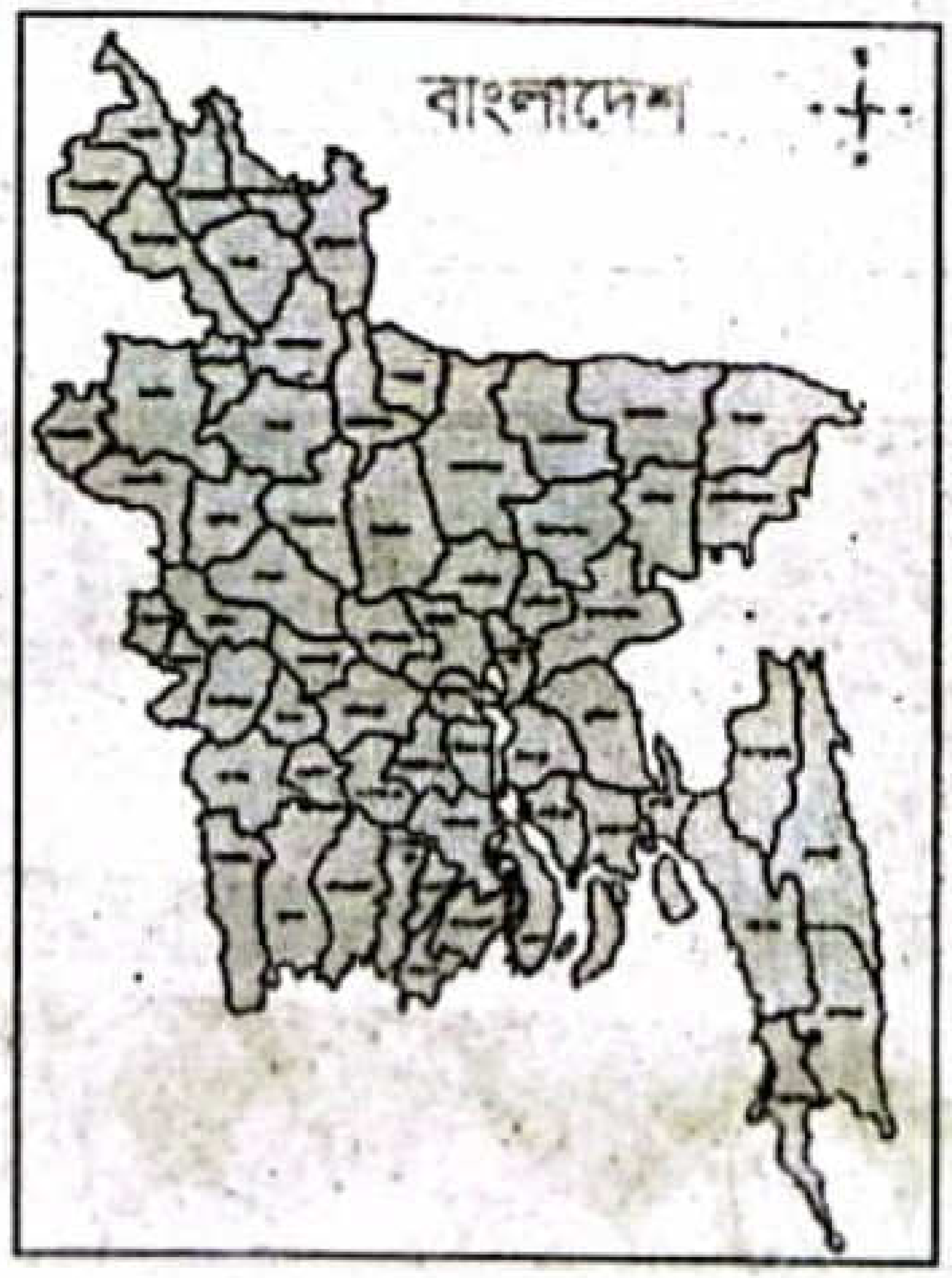

- এটি কীসের ছবি?
- এ দেশটির নাম কী?

নমুনা উত্তর

- **এটি কীসের ছবি?**
  উত্তর : এটি একটি দেশের মানচিত্রের ছবি।
- **এ দেশটির নাম কী?**
  উত্তর : এ দেশটির নাম বাংলাদেশ।

একক কাজ ছবি দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ভাষণে বঙ্গবন্ধু কীসের ডাক দিয়েছিলেন?
- ২৫শে মার্চ রাতে কী ঘটেছিল?
- তোমরা কি জানো কত তারিখে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন?
- কখন আমাদের দেশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিল?
- কত তারিখে আমরা স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করি?
- তোমাদের বিদ্যালয়ে কীভাবে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়?

নমুনা উত্তর

- **ভাষণে বঙ্গবন্ধু কীসের ডাক দিয়েছিলেন?**
উত্তর : ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন।
- **২৫শে মার্চ রাতে কী ঘটেছিল?**
উত্তর : ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী নির্মমভাবে বাংলার ছাত্র, শিক্ষক, পুলিশ, ইপিআর সদস্য ও সাধারণ জনগণকে হত্যা করেছিল।
- **তোমরা কি জানো কত তারিখে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন?**
উত্তর : হ্যাঁ, আমরা জানি। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।
- **কখন আমাদের দেশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিল?**
উত্তর : ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ আমাদের দেশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিল।
- **কত তারিখে আমরা স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করি?**
উত্তর : ২৬শে মার্চ আমরা স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করি।
- **তোমাদের বিদ্যালয়ে কীভাবে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়?**
উত্তর : ২৬শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। প্রতিবছর যথাযথ মর্যাদার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে দিবসটি পালন করে থাকে। প্রতিবছর ২৬শে মার্চ বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-শিক্ষক মিলিতভাবে স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এছাড়াও এ দিনটিতে বিদ্যালয়গুলোতে চিত্রাঙ্কন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়।

পাঠ ৪ আমাদের বিজয় দিবস

▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

একক কাজ ছবি দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

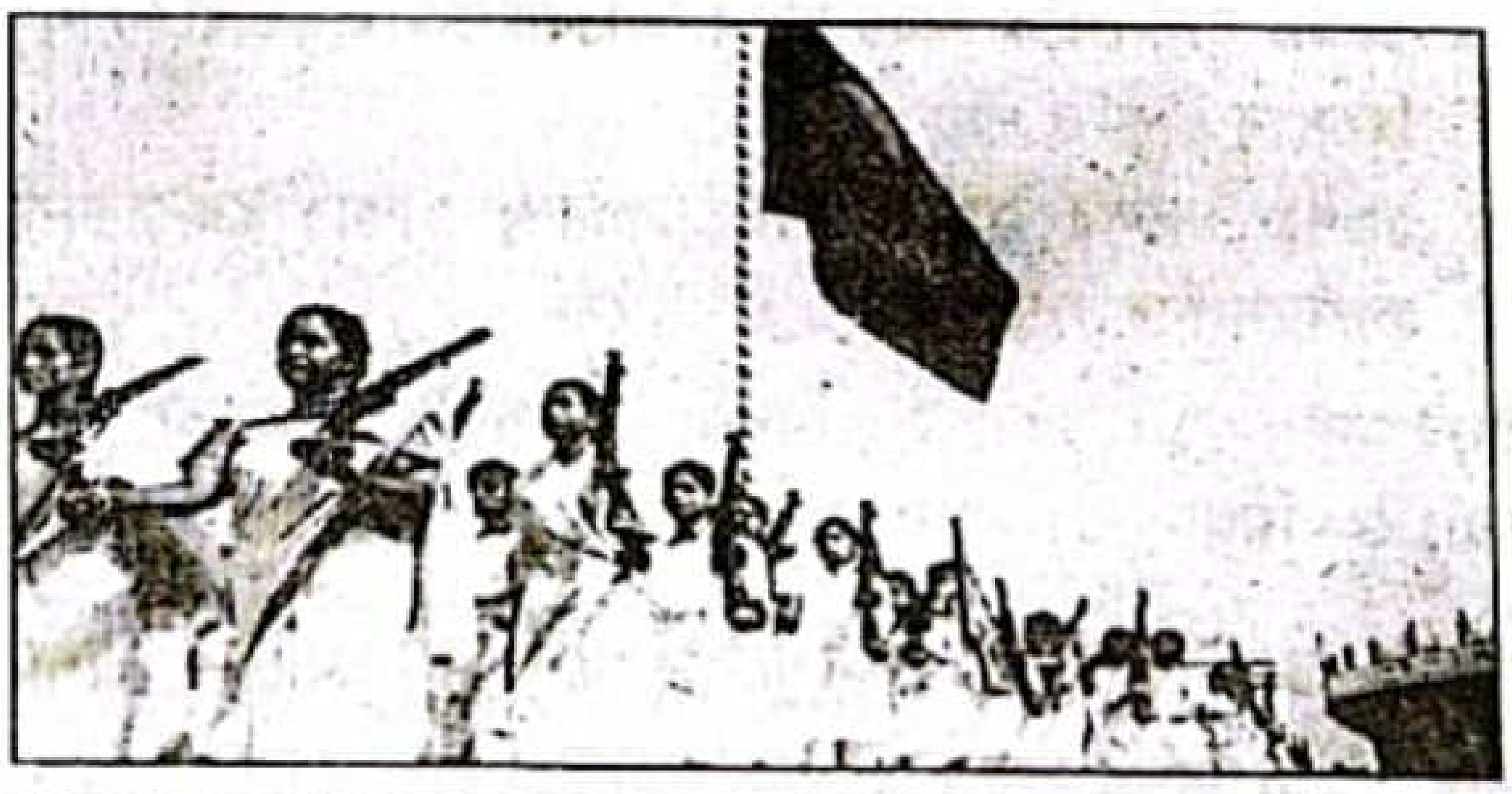

- কোন সময়ের ছবি এগুলো?
- ছবিগুলোতে লোকগুলো কী করছে?
- কেন করছে?

নমুনা উত্তর

- ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন ছবি এগুলো।
- ছবিগুলোতে লোকগুলো বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। আবার কেউ কেউ যুদ্ধরত অবস্থায় রয়েছেন।
- দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর।

▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা

প্রশ্ন ১। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম কখন শুরু হয়েছিল?

উত্তর : আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ শুরু হয়েছিল।

প্রশ্ন ২। তোমরা কি বলতে পারো মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য কোন সরকার গঠন করা হয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, বলতে পারি। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়েছিল।

প্রশ্ন ৩। তোমরা কি জানো স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য কোন বাহিনী গঠন করা হয়েছিল?

উত্তর : হ্যাঁ, জানি। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য মুজিব বাহিনী গঠন করা হয়েছিল।

প্রশ্ন ৪। মুক্তিযুদ্ধ কয় মাস স্থায়ী হয়েছিল?

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধ প্রায় ৯ মাস স্থায়ী হয়েছিল।

প্রশ্ন ৫। মুক্তিযুদ্ধে কত মানুষ শহিদ হন?

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধে প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহিদ হন।

প্রশ্ন ৬। কারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল?

উত্তর : রাজাকার ও আলবদররা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল।

প্রশ্ন ৭। কত তারিখে আমরা বিজয় অর্জন করি?

উত্তর : ১৬ই ডিসেম্বর আমরা বিজয় অর্জন করি।

প্রশ্ন ৮। আমাদের বিদ্যালয়ে কীভাবে বিজয় দিবস উদযাপিত হয়?

উত্তর : ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। প্রতিবছর যথাযথ মর্যাদায় বিদ্যালয়ে বিজয় দিবস উদযাপিত হয়। এ দিনটিতে স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আয়োজন করা হয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা ইত্যাদি। বিদ্যালয়গুলোতে দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে আমরা দেশকে ভালোবাসতে শিখি।

মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণে বিশেষ পাঠ — সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখে নিই

শোনা — শিক্ষকের নিকট শুনে লিখি

ক নিচের বাক্যগুলো শুনে সত্য/মিথ্যা নির্ণয় কর।

১। ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৯৪৮ সালে।
২। ১৯৭১ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।
৩। পাকিস্তানের জনসংখ্যার বেশিরভাগই ছিল বাঙালি।
৪। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ভাষা আন্দোলন হয় ১৯৫২ সালে।
৫। ১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার নির্মিত হয়।
৬। ২০শে ফেব্রুয়ারি আমাদের শহিদ দিবস।
৭। ১৯৯৯ সাল থেকে শহিদ দিবস 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি পায়।
৮। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ বঙ্গবন্ধু ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন।

উত্তরমালা : ১। সত্য; ২। মিথ্যা; ৩। সত্য; ৪। সত্য; ৫। মিথ্যা; ৬। মিথ্যা; ৭। সত্য; ৮। মিথ্যা।

খ নিচের অসম্পূর্ণ বাক্যগুলো শুনে শূন্যস্থানের জন্য সঠিক শব্দটি নির্ণয় কর।

১। — সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।
উত্তর : ১৯৪৭।

২। পাকিস্তান — অংশে বিভক্ত ছিল।
উত্তর : দুটি।

৩। পাকিস্তানের জনসংখ্যার বেশিরভাগ লোকই ছিল —।
উত্তর : বাঙালি।

৪। বাঙালিদের মাতৃভাষা —।
উত্তর : বাংলা।

৫। বাঙালিরা — বাস করত।
উত্তর : পূর্ব পাকিস্তানে।

৬। পাকিস্তানের শাসকেরা পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা — রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত নেয়।
উত্তর : উর্দুকে।

৭। ১৯৫২ সালের — ঢাকার রাজপথে মিছিল বের করা হয়।
উত্তর : ২১শে ফেব্রুয়ারি।

৮। — সালে প্রথম শহিদ মিনারের স্থানেই কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার নির্মিত হয়।
উত্তর : ১৯৬৩।

৯। — মানিকগঞ্জ জেলার পারিল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
উত্তর : ভাষাশহিদ রফিক উদ্দিন আহমদ।

১০। ময়মনসিংহ জেলার পাঁচুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন —।
উত্তর : ভাষাশহিদ আবদুল জব্বার।

১১। বাংলাদেশের উদ্যোগে শহিদ দিবস — হিসেবে স্বীকৃতি পায়।
উত্তর : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

১২। — সাল থেকে শহিদ দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পায়।
উত্তর : ১৯৯৯।

১৩। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস মানুষের মধ্যে পৃথিবীর সব ভাষার প্রতি — জাগ্রত করে।
উত্তর : শ্রদ্ধাবোধ।

১৪। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের দিন জাতীয় পতাকা — রাখা হয়।
উত্তর : অর্ধনমিত।

বলা — শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর বলি

ক নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বলো।

প্রশ্ন ১। কত সালে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবি নিয়ে ঢাকার রাজপথে মিছিল বের করা হয়েছিল?
উত্তর : ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবি নিয়ে ঢাকার রাজপথে মিছিল বের করা হয়েছিল।

প্রশ্ন ২। কাদেরকে আমরা ভাষাশহিদ বলি?
উত্তর : ভাষার দাবিতে যারা শহিদ হয়েছিলেন তাদেরকে আমরা ভাষাশহিদ বলি।

প্রশ্ন ৩। কত সালে বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে?
উত্তর : ১৯৫৬ সালে বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

প্রশ্ন ৪। কত সালে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার নির্মিত হয়?
উত্তর : ১৯৬৩ সালে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার নির্মিত হয়।

প্রশ্ন ৫। কোন দিবসটি পৃথিবীর সকল মানুষের মাতৃভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে?
উত্তর : শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পৃথিবীর সকল মানুষের মাতৃভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

প্রশ্ন ৬। বাংলাদেশে শহিদদের স্মরণে কোথায় জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়?
উত্তর : বাংলাদেশে শহিদদের স্মরণে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়।

প্রশ্ন ৭। স্বাধীনতা দিবসে আমরা কীভাবে বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি?
উত্তর : স্বাধীনতা দিবস স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে আমরা বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

প্রশ্ন ৮। পাকিস্তানি বাহিনী কবে আত্মসমর্পণ করে?
উত্তর : ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে।

পড়া — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই

ক নিচের প্রশ্নগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।

১. **ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয় কত সালে?**
ক ১৯৪৮ খ ১৯৪৭
গ ১৯৫২ ঘ ১৯৭১
উত্তর : (খ) ১৯৪৭।

২. **পাকিস্তান রাষ্ট্রটি কতটি অংশে বিভক্ত ছিল?**
ক ৩ খ ৪
গ ৫ ঘ ২
উত্তর : (ঘ) ২।

৩. **বাঙালিদের মাতৃভাষা কী ছিল?**
ক উর্দু খ বাংলা
গ হিন্দি ঘ আরবি
উত্তর : (খ) বাংলা।

৪. **বাঙালিরা পাকিস্তানের কোন অংশে বসবাস করত?**
ক পূর্ব খ পশ্চিম
গ উত্তর ঘ দক্ষিণ
উত্তর : (ক) পূর্ব।

৫. **১৯৫২ সালের কত তারিখে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকার রাজপথে মিছিল বের হয়?**
ক ২৬শে মার্চ খ ২১শে ফেব্রুয়ারি
গ ১০ই জানুয়ারি ঘ ১৬ই ডিসেম্বর
উত্তর : (খ) ২১শে ফেব্রুয়ারি।

৬. **ভাষা আন্দোলনে শহিদদের স্মরণে কী নির্মাণ করা হয়েছিল?**
ক রাস্তা খ স্মৃতিসৌধ
গ শহিদ মিনার ঘ ভবন
উত্তর : (গ) শহিদ মিনার।

৭. **কত সালে বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে?**
ক ১৯৫২ খ ১৯৫৪
গ ১৯৫৬ ঘ ১৯৭১
উত্তর : (গ) ১৯৫৬।

৮. **ভাষাশহিদ আবদুল জব্বারের জন্মস্থান কোন জেলায়?**
ক নরসিংদী খ ফরিদপুর
গ ময়মনসিংহ ঘ টাঙ্গাইল
উত্তর : (গ) ময়মনসিংহ।

৯. **শহিদ দিবস কত তারিখে?**
ক ১৭ই মার্চ খ ২৬শে মার্চ
গ ২১শে ফেব্রুয়ারি ঘ ১৬ই ডিসেম্বর
উত্তর : (গ) ২১শে ফেব্রুয়ারি।

১০. **বঙ্গবন্ধু কোথায় ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ দেন?**
ক কার্জন হলে খ রমনা পার্কে
গ ঢাকা কলেজে ঘ রেসকোর্স ময়দানে
উত্তর : (ঘ) রেসকোর্স ময়দানে।

১১. **মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের স্মরণে কী নির্মাণ করা হয়েছে?**
ক শহিদ মিনার খ স্মৃতিফলক
গ স্মৃতিসৌধ ঘ স্মৃতির মিনার
উত্তর : (গ) স্মৃতিসৌধ।

খ নিচের প্রশ্নগুলো পড়ে সংক্ষেপে উত্তর দাও।

প্রশ্ন ১। শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছিল কেন?
উত্তর : রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ রাজপথে মিছিলে নামে। ওই মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। এতে সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বারসহ অনেকে শহিদ হন। এই শহিদদের স্মরণে অর্থাৎ তাদের স্মৃতির উদ্দেশে শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়।

প্রশ্ন ২। ভাষাশহিদ কারা?

উত্তর : রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রসমাজ ঢাকার রাজপথে মিছিল বের করে। মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। এতে শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেকে। ভাষার দাবিতে তাঁরা শহিদ হন বলে আমরা তাদেরকে ভাষাশহিদ বলি।

প্রশ্ন ৩। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কী?

উত্তর : ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষাশহিদদের অবদান চিরস্মরণীয় করে রাখতে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে জাতীয়ভাবে শহিদ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৯৯ সাল থেকে বাংলাদেশের উদ্যোগে শহিদ দিবস বিশ্বব্যাপী 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি পায়। তাই ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিশ্বব্যাপী পালিত হয়। এটি পৃথিবীর সকল মানুষের মাতৃভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

প্রশ্ন ৪। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ সম্পর্কে কী জান লেখ।

উত্তর : ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। এই ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন– "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।" তাঁর এ ভাষণের মাধ্যমে বাঙালির মনে স্বাধীনতার চেতনা জেগে ওঠে।

প্রশ্ন ৫। স্বাধীনতা দিবস আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উত্তর : ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপরই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়, যা মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত। তাই ২৬শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস। এদিন থেকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল বলে এ দিবসটি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ৬। মুজিবনগর সরকার কী? এ সরকার কেন গঠন করা হয়?

উত্তর : ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। এটি ছিল বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার। এ সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও বিশ্বে জনমত তৈরির জন্য এ সরকার গঠন করা হয়।

লেখা — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি

ক বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করে লেখ।

প্রশ্ন ১। বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
(ক) ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে	গ্রেফতার হন।
(খ) পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করত।
(গ) বাঙালিরা	দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।
(ঘ) ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি	মিছিলে গুলি চালায়।
(ঙ) পুলিশ	ঢাকার রাজপথে মিছিল বের করা হয়।
	দুটি অংশে বিভক্ত ছিল।
	শহিদ মিনার নির্মিত হয়।

উত্তরমালা :

(ক) ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে **দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।**
(খ) পাকিস্তান **দুটি অংশে বিভক্ত ছিল।**
(গ) বাঙালিরা **পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করত।**
(ঘ) ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি **ঢাকার রাজপথে মিছিল বের করা হয়।**
(ঙ) পুলিশ **মিছিলে গুলি চালায়।**

খ নিচের বর্ণনামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

প্রশ্ন ১। শহিদ দিবস কবে? দিবসটি আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কেন? দিবসটি সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখ।

উত্তর : ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস। দিবসটি বাঙালির অধিকার আদায়ের স্বীকৃতি দিয়েছে বলে এটি আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। শহিদ দিবস সম্পর্কে চারটি বাক্য হলো–

১. শহিদ দিবসটি ভাষা দিবস হিসেবেও পরিচিত।
২. দিবসটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে।
৩. দিবসটি আমাদের অধিকার আদায়ে প্রেরণা যোগায়।
৪. এ দিবসে আমরা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

প্রশ্ন ২। কত সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়? কয়েকজন ভাষাশহিদের নাম লেখ।

উত্তর : ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কয়েকজন ভাষাশহিদের নাম হলো–

১. আব্দুল জব্বার, ২. রফিক উদ্দিন আহমদ,
৩. আবুল বরকত, ৪. আবদুস সালাম,
৫. শফিউর রহমান প্রমুখ।

প্রশ্ন ৩। মুক্তিযুদ্ধ কী? মুক্তিযুদ্ধের চারটি ফলাফল লেখ।

উত্তর : ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে এ দেশের সর্বস্তরের জনগণ যে যুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করেছিল তাই মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের চারটি ফলাফল হলো–

১. মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা একটি নিজস্ব পতাকা পেয়েছি।
২. এর মাধ্যমে আমরা একটি স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছি।
৩. স্বাধীন জাতি হিসেবে আমরা বিশ্বের দরবারে পরিচিতি পেয়েছি।
৪. আমরা আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ক্ষমতা পেয়েছি।

প্রশ্ন ৪। অপারেশন সার্চলাইট কী? বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কবে? মুজিবনগর সরকার কখন গঠন করা হয়?

উত্তর : ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক নিরীহ বাঙালিদের ওপর অতর্কিত হামলা অপারেশন সার্চলাইট নামে পরিচিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ২৬শে মার্চ। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়।

শিক্ষক/ অভিভাবক কর্তৃক মূল্যায়ন — নির্দেশনা ছকের আলোকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	শিখনযোগ্যতা/ নির্দেশক	প্রারম্ভিক	ভালো	উত্তম
জ্ঞান	• ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত সম্পর্কে বলতে পারবে			
	• ভাষা আন্দোলন, ভাষাশহিদ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ৭ই মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতা ঘোষণা, মহান মুক্তিযুদ্ধ, বিজয় দিবস সম্পর্কে বলতে পারবে			
দক্ষতা	• ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবে			
	• ভাষা আন্দোলন, ভাষাশহিদ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ৭ই মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতা ঘোষণা, মহান মুক্তিযুদ্ধ, বিজয় দিবস সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবে			
	• ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব, ভাষাশহিদদের অবদান, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব, মহান মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলতে ও লিখতে পারবে			
দৃষ্টিভঙ্গি	• ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে			
	• আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে			
	• মুক্তিযুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে			
মূল্যবোধ	• জাতীয় জীবনে ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বাস্তবধর্মী চেতনা সৃষ্টি হবে			

ধারাবাহিক/ শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন — নিজেকে মূল্যায়ন করি

তারিখ : ☐☐☐ **ধারাবাহিক মূল্যায়ন** সময় : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শ্রেণি : .... রোল নম্বর : ☐

১। বিষয়বস্তু (পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ২৪) পড়ি ও কখন, কী ঘটেছিল তা ধারাবাহিকভাবে সাজাই–

২। পাঠ্যবইয়ে ৩৩ পৃষ্ঠার লেখাটুকু পড়ে আমাদের বিজয় অর্জনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিচের সম্পর্ক চিত্রে লিখি–

৩। নিচের অসম্পূর্ণ বাক্যগুলো শুনে শূন্যস্থানের জন্য সঠিক শব্দটি নির্ণয় কর।

(ক) — সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

(খ) ১৯৫২ সালের — ঢাকার রাজপথে মিছিল বের করা হয়।

(গ) ময়মনসিংহ জেলার পাঁচুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন —।

(ঘ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের দিন জাতীয় পতাকা — রাখা হয়।

৪। নিচের প্রশ্নগুলো পড়ে সংক্ষেপে উত্তর দাও।

(ক) শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছিল কেন?

(খ) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কী?

(গ) স্বাধীনতা দিবস আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উত্তরমালা

১। ৩২ পৃষ্ঠার ১নং পাঠের জোড়ায় কাজ (খ) দ্রষ্টব্য।

২। ৩৭ পৃষ্ঠার ৪নং পাঠের দলগত কাজ (গ) দ্রষ্টব্য।

৩। (ক) ১৯৪৭; (খ) ২১শে ফেব্রুয়ারি; (গ) ভাষাশহিদ আবদুল জব্বার; (ঘ) অর্ধনমিত।

৪। (ক) ৪৩ পৃষ্ঠার ১নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

(খ) ৪৪ পৃষ্ঠার ৩নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

(গ) ৪৪ পৃষ্ঠার ৫নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য।

মূল্যায়ন রিপোর্ট : শিখনের অর্জিত মাত্রা ☐